আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় অনেকে ছয় মাস আগে থেকে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। আমাদের উচিত অন্তত এক মাস আগে থেকে রমজান মাসের প্রস্তুতি নেওয়া। রমজান মাস সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মাস। সংযমের মাস। রোজা মানে কেবল খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা নয়, সব ধরনের অশালীন কথাবার্তা এবং লোভনীয় ইচ্ছা থেকেও দূরে থাকার শিক্ষা দেয়। এ মাসে আমাদের প্রত্যেকটি কাজকেও সচেতন করে। ধৈর্যশীল হওয়া এবং নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। রোজা উপলক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং অসীম দয়ালুর কাছে ক্ষমা চাওয়ার অফুরন্ত সুযোগ কেউ হাতছাড়া করেন না। আল্লাহর খাঁটি বান্দারা এ মাসের তাৎপর্য, ফজিলত ও ফরিয়াদকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই আমাদের জীবনে রমজানের প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রমজান মাসের আগে থেকে রোজা রাখুন

আমাদের নবী করিম (সা.) সবসময় রমজানের আগের মাসে বছরের অন্যান্য সময় থেকে বেশি রোজা রেখেছেন। তিনি বলেন, রমজানের পূর্বপ্রস্তুতির এ মাস এমন এক মাস যা বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে নিজের কাজকে তুলে ধরা হয়। এ মাসের রোজা পালনে নিজের আমলকে ওপরে পৌঁছনোর জন্য প্রস্তুত করা হয়। তা ছাড়া পূর্ণ এক মাস রোজা পালনের জন্য দেহের ভেতরের ক্রিয়াকলাপগুলোকে তৈরি করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। পূর্বের বছরগুলোতে কোনো কারণে রোজা বাদ পড়ে গেলে, এ মাসে সেগুলো করে নেওয়া যায়।

অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত করুন

আল্লাহর নৈকট্য লাভে অর্থসহ কোরআন পাঠ করা উচিত। এ দুনিয়া ও আখেরাতের গভীরতা বুঝতে এ সময়ে বেশি বেশি কোরআন পাঠ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনকে সুন্দর, মসৃণ ও সুস্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করবে, সে আভিজাত্য ও আনুগত্যকারী ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোরআনের আয়াতসমূহকে কষ্ট করে হলেও তেলাওয়াতের চেষ্টা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। *(মুসলিম)*